গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম** সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	২৯-১২-২০১৯
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্য	:	সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। গত ২৭-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদযাপনের নিমিত্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এ উপলক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন উপকমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অবৈধ সংযোগবিহীন জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। অফশোর মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে সম্পন্ন হওয়ায় বিডিং রাউন্ড কার্যক্রম গ্রহণ চূড়ান্ত করা, মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানিতে অটোমেশন কার্যক্রম চূড়ান্ত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, গ্যাসের অপচয় রোধে Action Plan জমা দেয়ার জন্য পেট্রোবাংলাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের আবেদন সংশ্লিষ্ট ডিলারের মাধ্যমে এবং কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিপিসি ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি/উপকমিটির গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) অবৈধ গ্যাস সংযোগবিহীন জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো কার্যক্রম জোরদার করবে। (গ) গ্যাসের অপচয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানিতে অটোমেশন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (ঙ) মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.২	গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভায় কিছু সংশোধন আনা হয়েছে এবং বিধিমালাটি চূড়ান্তকরণের জন্য নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে।	গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯ এর দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ

৩.৩	সভায় বিমানের নিকট জেট ফুয়েল বিক্রির টাকা নিয়মিতভাবে আদায় করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। এছাড়া বকেয়া পাওনা আদায়ের ব্যাপারেও বিপিসি ও পদ্মা অয়েল তৎপর রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য নির্ধারিত হারে কিস্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট বকেয়া পাওনা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ, বিপিসি ও পদ্মা অয়েল কোম্পানি
৩.৪	পেট্রোবাংলার চাকুরী/নিয়োগ প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের বিষয়ে সভায় উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, পেট্রোবাংলার খসড়া নিয়োগ প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন যে, নিয়োগবিধিগুলো যাতে অধিক সময় পেন্ডিং না থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে এবং মনোযোগ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে দ্রুত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, তিনি বলেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগের কর্মের পরিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রাখাই যৌক্তিক। কিন্তু তা করা হয় না। যেহেতু বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক দাপ্তরিক কার্যক্রমের প্রসার হচ্ছে সেহেতু অহেতুক জনবল বাড়ানোর প্রবণতা পরিহার করার বিষয়ে সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পেট্রোবাংলার খসড়া নিয়োগ প্রবিধানমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অর্থ বিভাগে পেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩.৫	**অডিট আপত্তি:** অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, নভেম্বর/২০১৯ মাসে ১৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং জানুয়ারি/২০১৯ হতে এ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০২৩টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সন্তোষজনক মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া, সভায় জানানো হয় যে, নিয়মিতভাবে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক সভা করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। সভাপতি ক্যাটাগরি অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। চলতি বছরে ১০২৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	নিয়মিতভাবে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক সভা করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সিএও/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.৬	**বিভাগীয় মামলা, আদালতের মামলা, রিট নিষ্পত্তি:** সভায় এ বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভাগীয় মামলা এবং রিট সংক্রান্ত বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভায় প্রতিনিধিগণ মতামত ব্যক্ত করেন। যমুনা অয়েল কোম্পানির ১২টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে বিপিসির প্রতিনিধি কর্তৃক জানানো হয়। সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নভেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৯৬০টি এবং নভেম্বর/২০১৯ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৩টি। এছাড়া, বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নভেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৪৮টি এবং নভেম্বর/২০১৯ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ০১টি। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও বিএমডি'র রিট পিটিশন মামলা নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৭	**জ্বালানি তেলের ভেজাল বিরোধী অভিযানঃ** দেশে ভেজাল জ্বালানি তেল বিক্রয় বন্ধ এবং তেল সরবরাহের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেল বিক্রয় বন্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। নভেম্বর, ২০১৯ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে পিওসিএল ১২টি, এমপিএল ৬টি ও জেওসিএল ৭টিসহ মোট ২৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ওজনে কম দেয়ার কারণে পিওসিএল এর ৮টি, এমপিএল এর ৩টি এবং যমুনার ৪টিসহ মোট ১৫টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	বিপিসি ও অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি
৩.৮	সভায় পেট্রোবাংলার আওতাধীন ৬টি বিতরণ কোম্পানির অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত টেক্সটাইল খাতের বকেয়া বিলের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, শুধুমাত্র টেক্সটাইল খাতের বকেয়া নয় এ বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন খাতে কত টাকা বকেয়া রয়েছে তা আলাদা আলাদাভাবে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	এ বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন্ খাতে কত টাকা বকেয়া রয়েছে তা আলাদাভাবে ভিন্ন ছকে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.৯	সভায় এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির চলমান মোট দরপত্র সংখ্যা, আর্থিক সংশ্লেষ এবং মোট দরপত্রের মধ্যে ইজিপির অংশ ও আর্থিক সংশ্লেষ এর তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় কয়েকটি কোম্পানি ও দপ্তরের তথ্য না পাওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির চলমান মোট দরপত্র সংখ্যা, আর্থিক সংশ্লেষ এবং মোট দরপত্রের মধ্যে ইজিপির অংশ ও আর্থিক সংশ্লেষ ছক আকারে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.১০	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে উপসচিব (প্রশাসন-২) ও এপিএ টিমের সদস্য-সচিব জানান যে, কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতির বিষয়ে এপিএ টিম এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়নে সকলকে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.১১	**অনলাইন কার্যক্রম:** সভায় এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-নথি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ই-নথিতে এ বিভাগের গত মাসে অবস্থান ৭ম। বড় ক্যাটাগরির ১৬টি অধিদপ্তরের মধ্যে জিএসবি ৮তম, দপ্তর সংস্থা বড় ক্যাটাগরির ৮০টির মধ্যে বিজিএফসিএল ১৬তম, মধ্যম ক্যাটাগরির ৫৪টির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ ১ম এবং ছোট ক্যাটাগরির ১৭৮টির মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ১৭তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। সভাপতি ই-নথির ব্যবহার পূর্বের তুলনায় ভাল অবস্থানে রয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্ব স্ব অবস্থান আরো উন্নত করতে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে ই-নথিতে অবস্থান আরো উন্নতকরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।	আইসিটি শাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১২	**ব্লু-ইকোনমি সেলের কার্যক্রম অগ্রগতি:** সভায় ব্লু-ইকোনমি সেলের কার্যক্রম অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্লু-ইকোনমি সেলে প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ব্লু-ইকোনমি সেলে প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ব্লু ইকোনমি সেল
৩.১৩	**মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** সভায় উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের বিষয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 এর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে "বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনের ভাষার যথাযর্থতা প্রমিতীকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) এ প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি বাবাকো কর্তৃক খসড়া আইন প্রমিতীকরণপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	"বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০১৯" এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট কমিটির মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০২/০৩/২০

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ